মেচ রমনীর দোকনা-ফাস্রা

ড. শিবশঙ্কর পাল

উত্তরবঙ্গের পার্বত্য জনজাতি মেচ বা বোড়ো। প্রাচীনকাল থেকে আজও এরা এদের ভাষা, আচার-আচরণ, আদবকায়দা নিজেদের মধ্যে বহন করে চলেছে। এদের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য হলো নিজেদের পরিধেয় পোশাক তৈরী করা। এজন্য এরা নিজেরা বাঁশ দিয়ে তাঁত বানায়। বর্তমানে কাঠ ও লোহা সংযোগে তাঁতের প্রচলন দেখা যায়। এদের জাতীয় বা একান্তই নিজেদের পোশাক হল 'দোকনা'। এই দোকনা বোনার জন্য এরা এণ্ডি পোঁকার চাষ করে। সেই এণ্ডি থেকে পাওয়া সুতো দিয়ে এরা বোনে দোকনা। যে সুতোকে এরি সুতোও বলা হয়। এণ্ডি বা এরি এক প্রকার সিল্ক। অধুনা বেড়েছে কটনের ব্যবহার। লেখক তথা ডুয়ার্স রত্ন, প্রমোদ নাথ এই মেচ জনজাতির একটি কর্মভিত্তিক নৃত্যগীতি সংগ্রহ করেছেন। যেখানে ঐতিহ্যবাহী দোকনা বয়নের উল্লেখ রয়েছে মেচদের নিজস্ব ভাষায়। যা নিম্নরূপ—

'গীজা গীমা গীথাং আগর এরণা
দাগীন জীং সময়না বড়ো দোখলা
ফী জীং গীন হারীমু দোখলা গাস্না...'

এই কথার অর্থ—

লাল সবুজ হলুদ নানা রঙের সুতো দিয়ে আমার
কাপড় বানাবো আমাদের প্রিয় পরিধান দোকনা
আমাদের আরও সুন্দর করে তুলবো
আমাদের পরিধান দোকনা পরে।

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি কোচবিহার দার্জিলিং এলাকায় মেচ জনজাতির অবস্থান। প্রাচীনকাল থেকে আজ অবধি এরা নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিছু ক্ষেত্রে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে নিজেদের ঐতিহ্যকেও ধরে রেখেছে। এদের মধ্যে থেকে নানা লোকশিল্প আজ প্রায় অবলুপ্ত। যার কবলে পড়তে চলেছে এন্ডি সুতোর বয়ন শিল্প। যদিও মেচ রমণীরা কোনওমতে ধরে আছে প্রাচীন এই বয়ন শিল্পকে। আলিপুরদুয়ার জেলার খোয়ারডাঙ্গা ১ ও ২ নং অঞ্চলের মেচ রমনীরা লোকশিল্পের এই অভেদ্য অঙ্গ— বয়ন শিল্প বা তাঁত বোনাকে ধরে রেখেছে। এসব মহিলারা প্রধানত নিজেদের প্রয়োজনে পোশাক তৈরী করে। নিজেদের পড়ার জন্য। নিজেদের ব্যবহার ছাড়াও পাশে আছে আসাম। আসামে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বোনা হয় পোশাক। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজার ধরার প্রবণতাও এসব মহিলা দোকনা শিল্পীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। মেচ জাতীর নানা পোশাক আছে। যা তারা নিজেরাই বয়ন করে। ঘরে বসে। এদের ট্রাডিশন্যাল পোশাক হল দোকনা। জড়িয়ে পড়ার বস্ত্র। এছাড়াও এরা বোনে ফাস্রা বা ওড়না, আরোনাই বা মাফলার, লিংটি বা গামছা। আবার আধুনিক সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে বর্তমানে এরা বানাচ্ছে রুমাল, টেবিল টিভি মোবাইল কভার। তবে বুনন কাজটি ওরা হাতেই করে। তাঁত বা সনচালি চালিয়ে। প্রতিটি মেচ মহিলা সনচালি বা তাঁত চালাতে পটু। মাখু বা মাকু, সৌরখি বা চরকা চালানোটা এরা বংশানুক্রমে ঘরেই শিখে যায়। এসব মেচ মহিলাদের হাতে আছে বিশেষ জাদু। কাপড়ের উপর জ্যামিতিক নকশার এক আদিম ছাপ। বুনন পরিপাটি ও দৃষ্টিনান্দনিকতার দিক দিয়ে মেচ বয়ন শিল্প আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। খোয়ারডাঙ্গাতেই আছে আদিবাসী মহিলা তন্তুবায় সমিতি। যার বয়স্ক ও দক্ষ মহিলা শিল্পী শষ্যবতী কাজরী। উনার বাড়িতে সমবায়টি অবস্থিত। এই এলাকার মেচ রমনীরা প্রায় সারা বছর দোকনা, ফাস্রা, আরোনাই, লিংটি বোনে। অন্যত্র বিক্রিও করে। মেলা খেলায় নিয়ে যায় মেচ বয়ন শিল্পের নানা নমুনা। শ্রীমনী নার্জিনারী, অলোকা নার্জিনারী বসুমাতা, সুমিত্রা হাজারী, মৌলীনা বড়গাঁও নামের বহু মেচ বয়ন শিল্পী ওই সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত। এসব মহিলারা নিজেদের বাড়িতেই সেসব পোশাক বানায়। আপন মনে সনচালি চালাতে চালাতে ধরে মেচ ভাষায় গান। সনচালি বা তাঁতের উপর তাদের হাতের জাদুতে লাল (গোজা), সাদা (গোফর), সবুজ (নাইগাং), হলুদ (গুমা দাওদৈ) রঙের এণ্ডি সুতো নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে এক সুশোভিত ছক বা নকশা বানায়। তা ফুটে ওঠে দোকনা ওড়না চাদরের গায়ে গায়ে। এসব মহিলারা আজও সুতোর জন্য এন্ডি পোঁকার চাষ করে। যে পোঁকা এণ্ডি গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। পরে ওই পোঁকা ১২-১৩ দিনে পূর্ণতা পেলে তার খোল থেকে বেরিয়ে যায় প্রজাপতি হয়ে।

সেই খোল থেকে ওরা প্রস্তুত করে এণ্ডি সুতো। এণ্ডি সুতোকে এরা 'এরি' সুতোও বলে। এই এণ্ডি বা এরি সুতো এক বিশেষ ধরনের সিল্ক। যে সুতোর দামও অনেক। এক কেজি এরি সুতোর দাম আট দশ বারো হাজার অবধি হতে পারে। সুতোর সূক্ষতা ও গেজের উপর নির্ভর করে। তবে এই এণ্ডি সুতো বানাতে সময় লাগে অনেকটা। বয়ন কাজে এন্ডি/এরি সুতো ব্যবহার করা হলেও, কম পরিশ্রমে বেশি আয়ের জন্য ওরা বাজার থেকে উন্নত মানের সুতো কিনে এনে কাপড় বানাচ্ছে বর্তমানে। পাশাপাশি এণ্ডি সুতোর কাজকেও গুরুত্ব দিচ্ছে। তবে আগে যে প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করা হত তা আজ আর নাই বললেই চলে। যা দিয়ে রঙ করা হতো সুতো। বোনা হতো মেচ জাতীর জাতীয় পোশাক দোকনা। বয়স্ক শষ্যবতীর পাশে রাখা ছিল ডুয়ার্স রত্নের মেমেন্টো (২০১৪)। সদ্য সন্তান বিয়োগ ঘটেছে তার। কিন্তু এই বৃদ্ধা মেচ রমনী আজও ধরে রেখেছে দোকনার ঐতিহ্যকে। যেখানে শ্রীমনীর মতো BA পাশ করা মেচ মহিলারা যোগ করছে আধুনিক তথা নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত নানা ডিজাইন। এসব মহিলারা বর্তমানে বিদেশি সংস্থা তথা সরকারের নজরে রয়েছে। এদের পুনরুজ্জীবিত করতে সরকার দিচ্ছে গুটি, চরকা, তাঁত, বাড়ি। শষ্যাবতী ধীরে ধীরে বলছিল তার জাতির পোশাক নিয়ে নানা কথা। বংশানুক্রমে তারা এই কাজটি শিখেছে ঠাকুমা, মায়েদের কাছ থেকে। ছোট থেকেই তারা হাতে তুলে নেয় মাকু। মায়েদের তাঁতের উপর হাত চালানো দেখে ওরা শিখে যায় সুতো চালানোর নানা কায়দা। কোন ফাঁসের মাঝে ঢোকাতে হবে কোন রঙের সুতো। কটা সুতো বা সোজা/আড়াআড়ি কটা সুতোর পর কোন রঙের কটা সুতো ঢুকিয়ে দিলে হয়ে যাবে নকশা, সেটা তারা বাড়িতে বসেই শিখে যায়। শষ্যবতী জানায়, তারা এর হাল না ধরলে হারিয়ে যাবে মেচ জাতীর বয়ন লোকশিল্প। তবে আশঙ্কা, বর্তমান স্কুল কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা এদিকে আসতে চাইছে না খুব একটা। যদিও তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে আছে তাঁত। যা চালায় তার মায়েরা দিদিরা। মেয়েরা সেদিক থেকে ক্রমশ মুখ ফেরাচ্ছে। ব্যতিক্রম কি নেই? অবশ্যই আছে। শিখা মোচারী, ঋত্বিকা নার্জিনারীর মতো কলেজ পড়ুয়া মেচ কন্যারা এই কাজটি করতে শিখে গেছে। আশা ভরসা এখানেই। হারাতে গিয়েও হয়তো হারাবে না সুদৃশ্য নকশাখচিত মেচ জাতীর দোকনা, ওড়না, গামছা। এসব মহিলারা দুদিনে তৈরী করে দিতে পারে একটি সুদৃশ্য দোকনা। এরি সুতোর দোকনার দাম পাঁচ দশ হাজার থেকে আরও বেশি হতে পারে। আবার কটন দিয়ে বানালে তার দাম হাজার দেড় হাজরে সীমবদ্ধ থাকে। কাজটাও মোটা হয়। তবে এণ্ডি বা এরি সুতো দিয়ে সূক্ষ্ম দোকনা বানালে তার বাজার মূল্য বহু হতে পারে। এরা এক দিনে বুনে দিতে পারে একটা গামছা বা লিংটি। একটা চাদর বুনতে সময় নেয় প্রায় দুদিন। দাম রাখা হয় পাঁচশোর ধারে কাছে। বর্তমানে এরি সুতো ছাড়া এরা কটন সুতোর কাজটা বেশি করছে। সঙ্গে উল দিয়েও কাজ করতে শিখে গেছে। স্নাতক মেচ রমনী শ্রীমনী নার্জিনারীর কাছে জানতে পারা গেল মেচ বয়ন শিল্পের নানা নকশার নাম। দোকানা'য় যেসব নকশা ব্যবহার করা হয় তার নাম— ঘরিয়া আগোর, শালবিবার, মোশা হাতই আগোর। মাফলারে যেসব নকশা তারা তোলে তাকে ওরা বলে পাহাড় আগোর, বুন্দারাম আগোর, মোকরদমা আগোর। চাদরে থাকে গুংরি, বৌরিগি'র

ডিজাইন। ডুংরা পাছরা, বনজুরাম আগোর হল ওড়নার জন্য ব্যবহৃত নকশা। সমবায়ের মাধ্যমে কাজ করলে এরা মজুরি পায়, বুননের জন্য। এভাবে প্রতিমাসে ওরা কেও আয় করে তিন হাজার, কেও পাঁচ হাজার। অবশ্য সারাটা দিন ওরা এই কাজে যুক্ত থাকে না। ঘরের কাজের অবসরে, গৃহস্থলীর ফাঁকে ফাঁকে সনচালিতে হাত দেয় মেচ রমনীকুল। যারা যুক্ত আছে এরি ক্লাস্টারের সঙ্গে। সরকারের তরফে কেও কেও পেয়েছে তাঁত চরকা বাড়ি। তবে এদের ঐতিহ্য সমন্বিত শিল্পসত্বার প্রচার হতে এখনও দেরি আছে। যে ঐতিহ্যকে ওরা ধরে আছে তা ওদের সমাজের মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ। বড়জোড় আসাম অবধি ছড়িয়ে আছে। কেননা এসব কাপড় শুধু বোড়ো মেচ রাভা জনজাতীর মানুষরাই ব্যবহার করে। তাই প্রচারের অভাব, ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা মেচ বয়ন শিল্পের সৌকর্যকে শিল্পের প্রাপ্য মর্যদা এখনও দিয়ে পারেনি। মহিলারা এখনও সেভাবে বয়ন শিল্পীর যোগ্য মর্যদা পায়নি। ডুয়ার্স রত্ন শষ্যবতীর হাতের কাজ বঙ্গদেশের বাইরে এখনও সম্মানিত হয়নি। কিন্তু এই প্রাচীন লোকশিল্পকে এই আদিবাসী মহিলারা আজও বয়ে নিয়ে চলেছে। ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেচ বয়ন শিল্প আজও যেন শিল্প অপেক্ষা ওদের কাছে জীবন জীবিকার একটা প্রধান অবলম্বনই হয়ে আছে। ঐতিহ্য সম্বন্ধে তারা যথেষ্ট সচেতন। কিন্তু তাদের শিল্পগুণ নিয়ে তারা ওয়াকিবহাল নয়। শিল্পীসমাজের প্রথম সিঁড়িতে তারা আজও পা রাখতে পারেনি। অথচ শিল্পের মানোন্নয়নে তারা আজও দিনাতিপাত করছে। আয়ের হিসাব রাখতে গিয়ে তারা নিজেরাও ভুলে যাচ্ছে তারা এক প্রাচীন লেকশিল্পের একমাত্র ধারক ও বাহক।